ছোটদের ঈমান সিরিজ ১

আল্লাহ আমার রব

সমর্পণ

ইসলামি বই

যে গল্পগুলো থাকছে...

১। মাঝি ছাড়া নৌকা চলে?

২। এক কৃষকের গল্প

৩। কে তোমার রব?

৪। চোখ দিয়ে সব দেখা যায় না

৫। অহংকারী নমরুদ

৬। আল্লাহ আমার রব

৭। আল্লাহ কখনও ঘুমান না

৮। একশো বছর পর...

৯। কোথাও পানি নেই

১০। অচেনা অতিথি

১১। শিরকের কোনো ক্ষমা নেই

facebook.com/groups/islamiboiBD

৩

কে তোমার রব?

অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে এক ব্যবসায়ী ছিল। লোকটির নাম ছিল আযর। সে মূর্তি বেচা-কেনা করত। তার গাঁয়ের লোকজন ছিল মূর্তিপূজারি। তারা বিভিন্ন মূর্তির পূজা করত। বিপদে-আপদে মূর্তির কাছে সাহায্য চাইত।

মানুষের এই সব কার্যকলাপ দেখে একটি ছেলে খুব অবাক হতেন। তিনি ছিলেন আযরের ফুটফুটে সন্তান। তাঁর নাম ছিল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)। সে ছিল খুব বুদ্ধিমান।

তিনি ভাবতেন, মানুষগুলো কত বোকা! এরা মূর্তির পূজা করে। অথচ মূর্তি খাবার খেতে পারে না। নড়াচড়া করতে পারে না। একটি মাছিও তাড়াতে পারে না। তবুও কেন মানুষ মূর্তির পূজা করে?

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ভাবলেন, মানুষকে সাবধান করা দরকার। তিনি বাবার কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, ‘আব্বু! তোমরা কেন মূর্তির পূজা করো?’

আযর অনেক রেগে গেল। ছেলেকে ধমক দিল। এরপর বলল, ‘ছেলে আমার! এইসব কথা বোলো না আর। ওরা আমাদের দেবতা। আমাদের সাহায্যকারী।’

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থামলেন না। তিনি গাঁয়ের লোকদের কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, ‘মূর্তি তো কিছুই করতে পারে না! কিছুই দিতে পারে না! তবুও তোমরা কেন মূর্তির পূজা করো?’

লোকজন তাঁর কথায় বিরক্ত হলো। সবাই যার যার কাজে চলে গেল।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মনে মনে বললেন, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। মূর্তি যে কিছু করতে পারে না, এবার সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

সেদিন ছিল মেলার দিন। লোকজন মেলায় চলে গেল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম গেলেন না। তিনি বাড়িতেই থেকে গেলেন। হাতে একটি কুড়াল নিলেন। এরপর মূর্তির ঘরে ঢুকলেন। তিনি কুড়াল দিয়ে মূর্তির ঘাড়ে আঘাত করতে লাগলেন। মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার হতে থাকল।

একে একে সব মূর্তি ভেঙে ফেললেন। তবে সবচেয়ে বড় মূর্তিটাকে কিছু করলেন না। কুড়ালটা ওটার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর সেখান থেকে চলে এলেন।

facebook.com/groups/islamiboiBD

লোকজন মেলা থেকে ফিরে এলো। এরপর মূর্তির ঘরে ঢুকল। ঢুকেই অবাক হলো। তারা বলাবলি করতে লাগল, এ কী কাণ্ড! মূর্তিগুলোর এই দশা কেন? কে সবকিছু চুরমার করে দিয়েছে!

দুয়েকজন বলল, আযরের এক ছেলে আছে। ওর নাম ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)। সে মূর্তির নিন্দা করে বেড়ায়। মূর্তির পূজা করতে নিষেধ করে। এটা হয়তো ওরই কাজ।

সবাই মিলে ইবরাহীমকে ধরল। এরপর জিজ্ঞেস করল, 'ইবরাহীম! এই কাণ্ড কি তুমি ঘটিয়েছ!'

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বলল, 'তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? বড় মূর্তিটার ঘাড়ে কুড়াল দেখতে পাচ্ছ না? ওটাকে জিজ্ঞেস করো। মূর্তিটাই সব বলে দেবে।'

সবাই বুঝতে পারল, ইবরাহীম-ই এ কাণ্ড ঘটিয়েছে। তারা বলল, 'মূর্তি উত্তর দেবে কী করে! তুমি কি জানো না, মূর্তি কথা বলতে পারে না?'

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এবার কথা বলার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন, 'মূর্তি কথা বলতে পারে না! নড়াচড়া করতে পারে না! একটি মাছিও তাড়াতে পারে না! তবে তোমরা কেন মূর্তির পূজা করো?'

লোকজন নীরব হয়ে গেল। কেউই কোনো কথা বলল না।

আস্তে আস্তে রাত ঘনিয়ে এলো। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল। চাঁদটা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম চাঁদের দিকে তাকালেন। এরপর বললেন, ‘চাঁদই আমার রব।’

ভোর হবার আগেই চাঁদ ডুবে গেল। সূর্য উদিত হলো। সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, ‘সূর্য তো চাঁদের চেয়ে আরও বড়। সূর্যই আমার রব!’

সন্ধ্যা হতে-না-হতেই সূর্য অস্ত গেল। তখন তিনি ভাবলেন, চাঁদ ও সূর্য তো একসময় হারিয়ে যায়। এগুলো কখনও রব হতে পারে না।

তিনি চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটালেন। আর আল্লাহ তাঁকে হিদায়াত দান করলেন। এরপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, ‘চাঁদ ও সূর্য আমার রব নয়। এগুলো যিনি বানিয়েছেন, তিনিই আমার রব। তিনিই আল্লাহ। আমি এক আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।’

আল্লাহর দয়ায় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর রবকে চিনতে পারলেন।

আল্লাহই আমাদের রব। আল্লাহর হুকুমেই সূর্য উদিত হয়। তাঁর হুকুমেই তা অস্ত যায়। আল্লাহর নির্দেশেই চাঁদ আলো দেয়। আবার তাঁর হুকুমেই ডুবে যায়।

সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি একাই সবকিছু পরিচালনা করছেন। তাই আল্লাহ ছাড়া আমরা কাউকেই সাজদা করি না। আর কারও ইবাদাত করি না।

গল্পটি আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১/৩২৪) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

৬

আল্লাহ আমার রব

এক রাজ্যে এক জাদুকর বাস করত। সে জাদুতে অনেক পারদর্শী ছিল। জাদুর মাধ্যমে সে রাজাকে অনেক সাহায্য করত। তাই রাজা তাকে খুব ভালোবাসত। দেখতে দেখতে অনেক সময় পেরিয়ে গেল। জাদুকর বুড়ো হয়ে গেল।

জাদুকর একদিন রাজার কাছে গেল। গিয়ে বলল, ‘আমি তো বুড়ো হয়ে গিয়েছি। অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছি। আমাকে একটি ছেলে দিন। মরার আগে আমি তাকে সব জাদু শিখিয়ে যাব।’

রাজ্যের মেধাবী কিশোরদের খবর দেওয়া হলো। কিশোররা দরবারে এলো। অনেক যাচাই-বাছাই করা হলো। এরপর একটি ছেলে ঠিক করা হলো। রাজা সেই ছেলেটিকে বলল, ‘কাল থেকে তুমি জাদুকরের কাছে যাবে।’

পরদিন ছেলেটি রওনা হলো। জাদুকরের বাড়ির দিকে যেতে লাগল। পথিমধ্যে এক বুজুর্গের দেখা পেল। সে ওখানে থামল। বুজুর্গের সাথে কথা বলতে লাগল। ছেলেটি মুগ্ধ হলো। মনোযোগ দিয়ে বুজুর্গের কথা শুনতে লাগল।

কথা শুনতে শুনতে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। এরপর বুজুর্গের কথা শেষ হলো। ছেলেটি বিদায় নিল। জাদুকরের বাড়ির দিকে যেতে লাগল।

জাদুকরের বাড়িতে পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেল। জাদুকর তাকে মারধর করল। জাদুকর বলল, ‘আর যেন দেরি না হয়।’

ছেলেটি কথা শুনল না। জাদুকরের কথায় পাত্তা দিল না। রোজ সে বুজুর্গের কাছে যেত। ওখান থেকে তালিম নিত। এরপর জাদুকরের বাসায় যেত। এভাবে কিছুদিন পেরিয়ে গেল।

একদিন ভয়ানক কাণ্ড ঘটল। এক বিশাল জন্তু রাস্তায় চলে এলো। জন্তুটির ভয়ে লোকজনের চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেটি জন্তুর সামনে এগিয়ে গেল। একটি পাথর হাতে নিল। আল্লাহর নামে পাথরটি ছুড়ে মারল। সাথে সাথেই জন্তুটি মারা গেল।

এ দৃশ্য দেখে লোকজন তার কাছে এলো। তাকে বাহবা দিতে লাগল।

সে বুজুর্গের কাছে দৌড়ে গেল। বুজুর্গকে সব খুলে বলল। বুজুর্গ বললেন, ‘তুমি তো অনেক উঁচু পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছ! শীঘ্রই তুমি পরীক্ষার মুখোমুখি হবে। তখন আমার কথা কাউকে বোলো না যেন।’

এরপর থেকে ছেলেটির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। সে অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করতে লাগল। তার চিকিৎসায় অনেক অন্ধ মানুষ সুস্থ হয়ে গেল। কুষ্ঠরোগী ভালো হলো।

রাজ্যের চারিদিকে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। রাজার কানেও এ খবর পৌঁছাল।

ছেলেটিকে দরবারে আনা হলো। রাজা বলল, ‘তুমি নাকি জাদু দিয়ে মানুষকে সুস্থ করে ফেলছ?’

ছেলেটি বলল, ‘আমি তো কাউকে সুস্থ করতে পারি না। সুস্থ করেন আমার রব!’

রাজা বলল, ‘আমি ছাড়া তোমার কোনো রব আছে নাকি?’

ছেলেটি বলল, ‘আমার ও আপনার রব হলেন আল্লাহ।’

রাজা জিজ্ঞেস করল, ‘এসব কথা তুমি কার কাছে শিখেছ?’

ছেলেটি কোনো জবাব দিল না। রাজা বারবার জিজ্ঞেস করল। কিন্তু ছেলেটি কোনো কথা বলল না। রাজা তার ওপর নির্যাতন শুরু করল। একপর্যায়ে সে বুজুর্গের কথা বলে দিল।

রাজা পেয়াদা পাঠাল। পেয়াদারা বুজুর্গকে ধরে আনল। রাজা জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি নাকি এই ছেলেকে বলেছ, আল্লাহই আমাদের রব?’

বুজুর্গ ব্যক্তিটি মাথা নাড়ল। রাজা বলল, ‘তুমি তোমার দ্বীন থেকে ফিরে আসো! নয়তো তোমাকে হত্যা করব।’

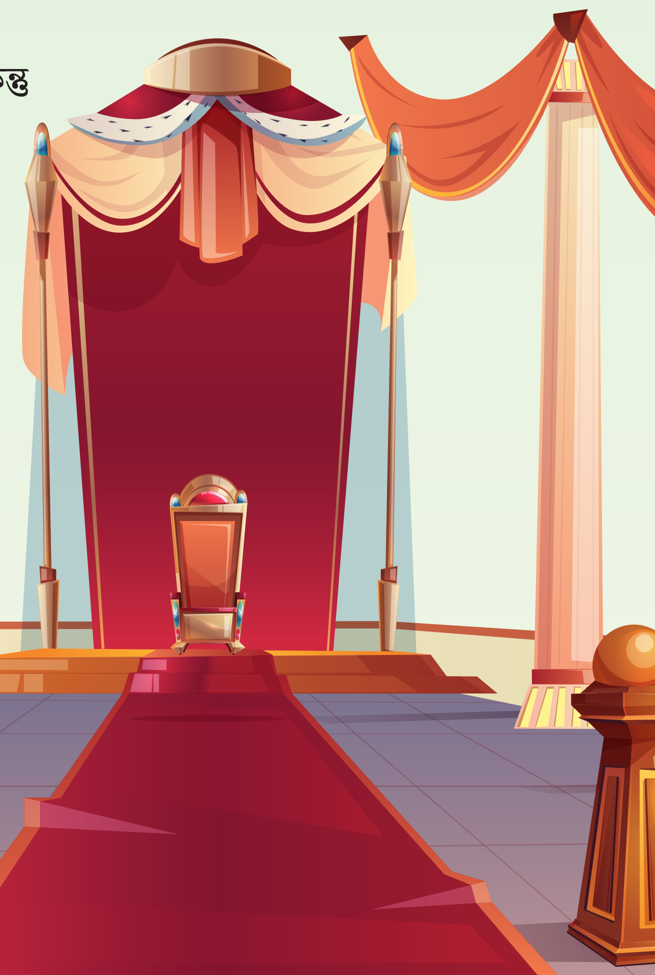

বুজুর্গ ব্যক্তিটি কিছুতেই রাজি হলো না। রাজা ওই বুজুর্গকে হত্যা করল। এরপর ছেলেটিকে বলল, ‘তুমি কি এখনও বলবে, সবকিছু আল্লাহর হাতে? আল্লাহই তোমার রব?’

ছেলেটি বলল, ‘হ্যাঁ।’

রাজা বলল, ‘আমি তোমাকেও হত্যা করব।’

ছেলেটি বলল, ‘আপনার যা ইচ্ছে, করুন। কিন্তু আমি আমার দ্বীন ছাড়ব না।’

রাজা বেশ খ্যাপে গেল। ছেলেটিকে হত্যা করার নির্দেশ দিল।

ছেলেটিকে হত্যা করতে নিয়ে যাওয়া হলো। সে আল্লাহর কাছে দুআ করল, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে রক্ষা করো।’

আল্লাহ তার দুআ কবুল করলেন। জল্লাদ তাকে হত্যা করতে পারল না। সে বেঁচে গেল।

তাকে ধরে দরবারে নিয়ে যাওয়া হলো। রাজা বলল, ‘তুমি কীভাবে বেঁচে গেলে?’

সে বলল, ‘আল্লাহই আমাকে বাঁচিয়েছেন।’

রাজা তাকে অনেকভাবে মারার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো চেষ্টাই কাজে দিল না। আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

শেষমেশ ছেলেটি বলল, ‘রাজা মশাই! কেবল একটি উপায়েই আমাকে হত্যা করতে পারবেন।’

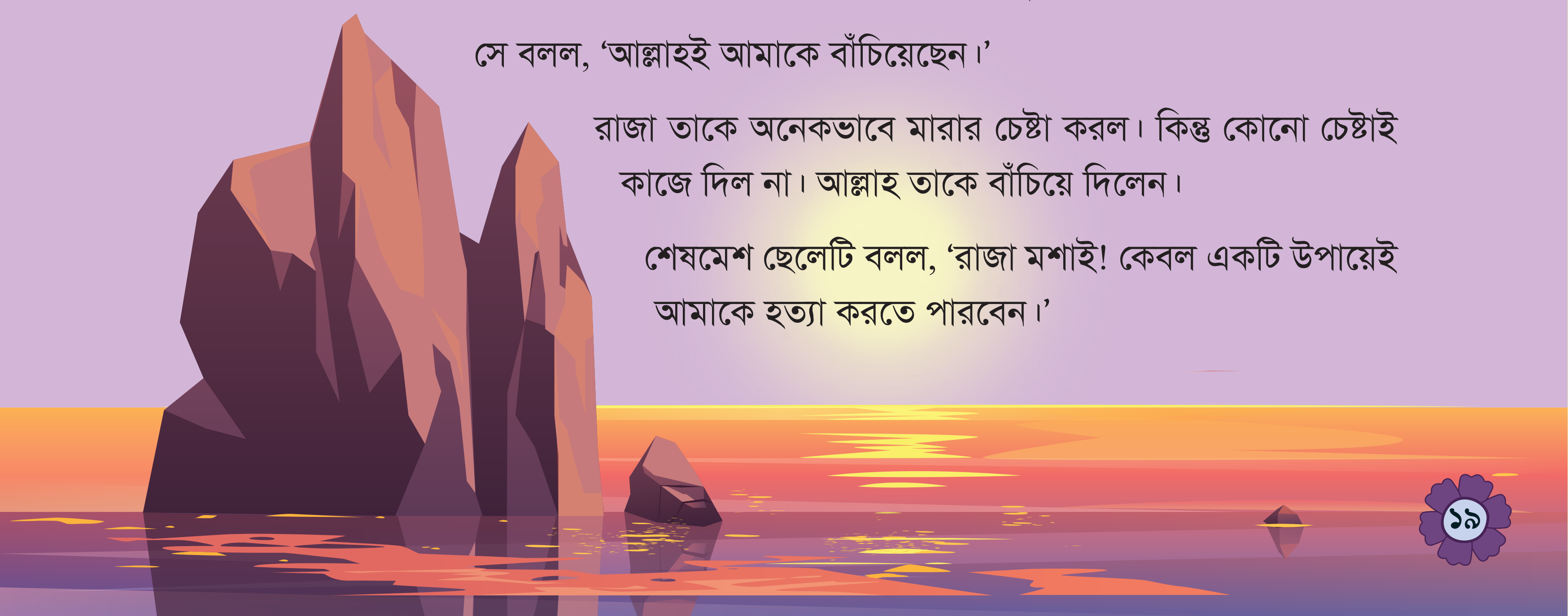

রাজা জিজ্ঞেস করল, ‘কী সে উপায়?’

ছেলেটি বলল, ‘প্রজাদেরকে আপনি একটি মাঠে জড়ো করুন। আমাকে ওখানে শক্ত করে বাঁধুন। এরপর তির হাতে নিন। তারপর বলুন—ছেলেটির রব আল্লাহর নামে আমি এই তির ছুড়ছি। তবেই আমাকে হত্যা করতে পারবেন।’

যে কথা, সেই কাজ। প্রজাদের জড়ো করা হলো। মাঠের মধ্যে ছেলেটিকে বাঁধা হলো। রাজা একটি তির হাতে নিল। এরপর বলল, ‘ছেলেটির রব আল্লাহর নামে আমি এই তির ছুড়ছি।’

এ কথা বলে রাজা তির ছুড়ল। তিরটি ছেলেটির কপালে বিদ্ধ হলো। সাথে সাথেই সে মারা গেল।

বন্ধুরা! এই ঘটনা থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

কারও হুকুমেই কিছু হয় না। আল্লাহর হুকুমেই সবকিছু হয়।

আল্লাহর হুকুমেই আমরা মারা যাই।
আল্লাহর হুকুমেই আমরা বেঁচে থাকি।

জন্ম-মৃত্যু, সব আল্লাহর হাতে। সবকিছুর মালিক তিনি।

চন্দ্র-সূর্য, গাছ-পালা, নদী-নালা, জিন-ইনসান সবকিছুর মালিক তিনি। আমরা হলাম তাঁর দাস। তাই আমরা তাঁর হুকুম মানতে বাধ্য।

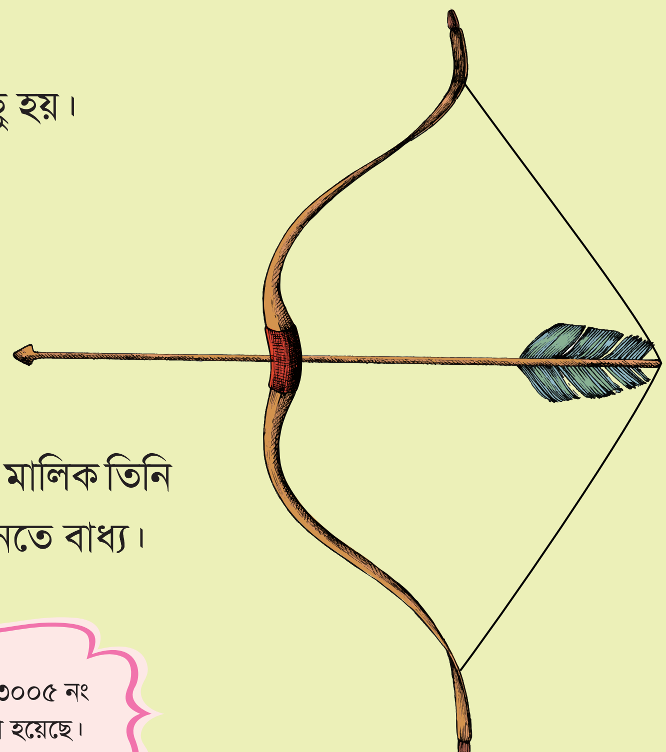

গল্পটি মুসলিম শরীফের ৩০০৫ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১০ অচেনা অতিথি

অচেনা এক লোক এলো নবিজির কাছে। তার পরনে ছিল ধবধবে সাদা পোশাক। চুল-দাড়ি ছিল চকচকে কালো। একদম তরুণ ছিলেন তিনি। নূর জ্বলজ্বল করছিল চেহারায়। অসাধারণ মনে হচ্ছিল তাকে।

কিন্তু তাকে তো এই এলাকার লোক বলে মনে হচ্ছে না। স্থানীয় হলে তো সাহাবিরা চিনতে পারতেন। তবে কে এই যুবক! সে কি মুসাফির? দূর দেশ থেকে এসেছে?

তাও তো মনে হচ্ছে না। মুসাফিরের চেহারা থাকে মলিন। ধুলোবালি লেগে থাকে কাপড়-চোপড়ে। তার পোশাকে তো কোনো ধুলোবালি নেই! চেহারায় ক্লান্তির ছাপও নেই!

তবে সে কে! আর কেনই-বা নবিজির কাছে এসেছে?

লোকটি নবিজির কাছাকাছি গেল। তাঁর হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসল। তারপর নবিজিকে কিছু প্রশ্ন করল।

বন্ধুরা! চলো, প্রশ্নগুলো আমরা শুনে নিই।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, ‘হে মুহাম্মাদ! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন।’

নবি ﷺ বললেন,

- তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।
  মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল
- তুমি যাকাত আদায় করবে
- ভালোভাবে সালাত পড়বে
- রমাদান মাসে সাওম রাখবে
- আর যদি পারো, তবে হাজ্জ করবে

লোকটি বলল, ‘হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।’

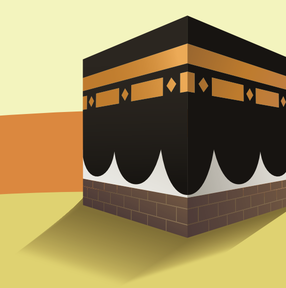

অচেনা লোকটি নবিজিকে প্রশ্ন করছে। আবার উত্তর শুনে নিজে নিজেই ঠিক বলছে। এটা দেখে সাহাবিরা অবাক হলেন!

এবার লোকটি নবিজিকে বলল, ‘আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন।’

তখন নবিজি ঈমানের ৬টি মৌলিক বিষয় জানিয়ে দিলেন। ঈমানের ৬টি বিষয় হলো:

- আল্লাহকে বিশ্বাস করা
- ফেরেশতাদের বিশ্বাস করা
- সমস্ত আসমানি কিতাবকে বিশ্বাস করা
- নবি-রাসূলদেরকে বিশ্বাস করা
- আখিরাতকে বিশ্বাস করা
- তাকদীরকে বিশ্বাস করা।

লোকটি বলল, ‘হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।’

ই | ইসলামি বই

সাহাবিগণ আবারও অবাক হলেন। এ কেমন কথা! যে প্রশ্ন করছে, সে-ই কিনা আবার ঠিক বলছে! আসলে এই লোকটি কে? কী উদ্দেশ্য নিয়ে সে এসেছে?

লোকটি এবার জিজ্ঞেস করল, ‘আমাকে ইহসান সম্পর্কে কিছু বলুন।’

নবি ﷺ উত্তর দিলেন, ‘তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখার পর্যায়ে না হও, তা হলে তিনি তোমাকে নিশ্চিত দেখছেন। এটাই হলো ইহসান।’

এরপর লোকটি কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। নবিজি কোনো উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন, ‘এই ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি না।’

কিছুক্ষণ পর লোকটি চলে গেল। সাহাবিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। নবি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা কি জানো, এই লোকটি কে?’

সাহাবিরা বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনিই আমাদের চেয়ে ভালো জানেন।’

নবি ﷺ বললেন,

‘তিনি ছিলেন আল্লাহর ফেরেশতা, জিবরীল (আলাইহিস সালাম)। তোমাদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্যেই তিনি এসেছিলেন।’

বন্ধুরা! একজন ফেরেশতার মাধ্যমে ঈমানের ৬টি মৌলিক বিষয় আমরা জানতে পারলাম। এগুলো হলো গায়েবের বিষয়। আর গায়েব কখনও চোখে দেখা যায় না। বিশ্বাস করতে হয়।

কেউ যদি এই ছয়টি বিষয়কে বিশ্বাস না করে, তবে সে মুসলিম হতে পারবে না।

ঘটনাটি মুসলিম শরীফের ৮ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

ই | ইসলামি বই